যুগান্তর

তারিখ 21 NOV 2006
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

লুটপাটের পথ খোলা রেখেই ইবিতে ভর্তি কার্যক্রম শুরু হচ্ছে

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি

বিগত কয়েক বছরের মতো এবারও ভর্তি পরীক্ষায় বিভিন্ন অনিয়ম, দুর্নীতি ও ফরম বিক্রির কোটি টাকা হরিলুট করার পথ খোলা রেখেই ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০০৬-০৭ শিক্ষাবর্ষে অনার্স প্রথম বর্ষের ভর্তি পরীক্ষার কার্যক্রম শুরু হচ্ছে। ভর্তি পরীক্ষা সংশ্লিষ্ট শিক্ষক-কর্মকর্তাদের সঙ্গে কথা বলে এসব তথ্য পাওয়া গেছে। এদিকে রোববার ভর্তি কমিটির সভায় ইউনিট ও বিভাগ ভিত্তিতে এবং সনাতন ও ওএমআর পদ্ধতিতে ভর্তি পরীক্ষা গ্রহণের দাবিতে পক্ষে-বিপক্ষে তুমুল হট্টগোলে কোন সিদ্ধান্ত ছাড়াই সভা শেষ হয়। তবে শেষ পর্যন্ত সনাতন পদ্ধতিতেই ভর্তি পরীক্ষা হবে বলে সূত্র জানিয়েছে। জানা যায়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের প্রায় সবক'টি বিশ্ববিদ্যালয়ে ওএমআর পদ্ধতিতে ভর্তি পরীক্ষার উত্তরপত্র মূল্যায়ন করা হয়। এতে দ্রুত ফল প্রকাশ করা যায় এবং দুর্নীতির সুযোগ খুব কম থাকে। অথচ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে একশ্রেণীর শিক্ষকের বিরোধিতার কারণে মান্ধাতার আমলের মতো হাতে উত্তরপত্র মূল্যায়নের পদ্ধতিতে পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়। এতে উত্তরপত্রে প্রার্থীর রোল নম্বর উল্লেখ থাকে বিধায় কোন শিক্ষকের কাছে যদি তার পরিচিত প্রার্থীর উত্তরপত্র পড়ে তাহলে অতিরিক্ত নম্বর দিয়ে চান্স পাইয়ে দেয়ার সুযোগ থাকে। প্রশ্নপত্র ফাঁস হচ্ছে প্রতিবছর। ফল প্রকাশ করতে লেগে যায় অনেক সময়। এছাড়া পছন্দের প্রার্থীকে ভর্তি করতে সংশ্লিষ্টরা প্রকাশিত ফলাফলও রদবদল করে দফায় দফায়। এক্ষেত্রে নেই কোন জবাবদিহিতা। ২০০৪-০৫ শিক্ষাবর্ষে 'গ' ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষার ফল চার দফায় সংশোধন করা হয়। এতে অনেক ভর্তিচ্ছু মেধা তালিকা থেকে বাদ পড়ে আবার অনেকে নতুন করে অন্তর্ভুক্ত হয়। দীর্ঘদিন ধরে বিশ্ববিদ্যালয়ে ওএমআর পদ্ধতিতে উত্তরপত্র মূল্যায়ন করার দাবি উঠলেও শিক্ষকদের বিরোধিতার মুখে অসহায় ভিসিরা কোন ব্যবস্থা নিতে পারছেন না। কারণ সনাতন পদ্ধতিতে ভর্তি পরীক্ষার খাতা দেখে শিক্ষকরা বিভাগভেদে ২০ থেকে ৭০ হাজার টাকা পর্যন্ত পান। গত বছরের ভর্তি পরীক্ষার আগে ওএমআর পদ্ধতি চালুর দাবিতে থিওলজি অনুষদের শিক্ষকরাসহ ছাত্রদল, ছাত্রলীগ ও ছাত্রশিবির আন্দোলন করেছিল। সময় স্বল্পতার অজুহাত দেখিয়ে তৎকালীন ভিসি প্রফেসর এম রফিকুল ইসলাম এবছর থেকে ওএমআর পদ্ধতি চালুর প্রতিশ্রুতি দেন। অবশ্য গত বছর শুধু 'ক' ইউনিট কর্তৃপক্ষ ওএমআর পদ্ধতিতে উত্তরপত্র মূল্যায়ন করে পরীক্ষার দিনই রেজাল্ট দিয়েছিল। এ বছরও পরীক্ষা পদ্ধতিতে পরিবর্তন আসছে না। ভর্তি পরীক্ষা সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে কথা বলে এমন আভাস পাওয়া গেছে। ভর্তি পরীক্ষার ব্যাপারে বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের নেতৃবৃন্দ জানান, এ বছরের ভর্তি পরীক্ষায় ওএমআর পদ্ধতি চালু না করলে তারা ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হতে দেবেন না। প্রয়োজনে সর্বদলীয় ছাত্রঐক্য গঠন করে ওএমআর পদ্ধতি বাস্তবায়নের জন্য আন্দোলন করবেন তারা। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ভর্তি ফরম বিক্রি করে ভর্তিচ্ছুদের কাছ থেকে অতিরিক্ত অর্থ আদায় করে। ফরম বিক্রি করে কোটি টাকা আয় হলে ভর্তিচ্ছুদের কল্যাণার্থে টাকা খরচ করে কোন পত্রিকায় ফল প্রকাশ করা হয় না। ফলে দূর-দূরান্তের ভর্তিচ্ছুরা জানে না কবে তাদের পরীক্ষার ফল প্রকাশ হয়। ফল প্রকাশের দু-একদিন পরে সাক্ষাৎকারের তারিখ নির্ধারণ করা হয়। সঠিক সময়ে ফল জানতে না পারায় এবং ফল প্রকাশের স্বল্প সময় পরেই সাক্ষাৎকারের সময় নির্ধারণ করায় অনেকেই সাক্ষাৎকারের সঠিক সময়ে উপস্থিত হতে না পেরে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তিযুদ্ধে উত্তীর্ণ হয়েও সে সুবর্ণ সুযোগটি হারিয়ে ফেলে। ইউনিটভুক্ত বিভাগ পছন্দ করার ক্ষেত্রেও এ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রচলিত রয়েছে অমানবিক নিয়ম। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষার পর সাক্ষাৎকারের সময় রেজাল্ট সিরিয়াল অনুযায়ী সাবজেক্টের মান অনুসারে বিভাগ বণ্টন করা হয়। ভর্তি ফরমে কোন সাবজেক্ট চয়েস দিতে হয় না। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে তার ভিন্ন চিত্র। ভর্তি ফরম পূরণের সময়ই সাবজেক্ট চয়েস দিতে হয়। অনেকে অন্যের মাধ্যমে পূরণ করিয়ে জমা দেয়, কেউ সাবজেক্টের গুরুত্ব না বুঝে ভুল করে চয়েস দিয়ে থাকে। সেই প্রার্থী রেজাল্টে সিরিয়ালের প্রথম দিকে স্থান পেলেও তাকে ভালো সাবজেক্ট দেয়া হয় না। এক্ষেত্রে দুর্নীতি হয় সবচেয়ে বেশি। সাবজেক্ট চয়েস ভুল করেও সাবজেক্ট নির্ধারণকারীদের ম্যানেজ করে অনেকে ভালো সাবজেক্ট পেয়ে যায়। মেধা তালিকা থেকে ভর্তি শেষে প্রতি বিভাগেই অনেক আসন খালি থাকে। শূন্য আসনগুলোতে ভর্তির জন্য অপেক্ষমাণ তালিকা থেকে সাক্ষাৎকার নেয়া হয়। অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে সাক্ষাৎকারের জন্য কোন দরখাস্ত নেয়া হয় না। অথচ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে অপেক্ষমাণ তালিকায় স্থানপ্রাপ্তদের সাক্ষাৎকারে অংশগ্রহণের জন্য দরখাস্ত চেয়ে বোর্ডে নোটিশ টানিয়ে দেয়া হয়। ভর্তি পরীক্ষা উত্তীর্ণ হওয়ার পর ভর্তিচ্ছুরা যখন বিভাগে ভর্তি হতে যায় তখন সবচেয়ে বেশি দুর্ভোগে পড়ে তারা। বিভাগীয় শিক্ষকরা ভর্তির সময় একটি ফরমের বিনিময়ে বিভাগের উন্নয়নের নামে অবৈধভাবে রসিদ ছাড়াই ইচ্ছানুযায়ী বিভাগভেদে ১০০ থেকে ৭০০ টাকা পর্যন্ত নেন।

ওএমআর পদ্ধতি চালু না করলে পরীক্ষা নিতে দেবে না ছাত্র সংগঠনগুলো